সংবাদ

তারিখ ... 4 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

এমপিওভুক্তির সংশোধিত তালিকার ভিত্তি মন্ত্রী এমপিদের ডিও চিঠি

বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাকে মাছুলি পে অর্ডারের (এমপিও) আওতায় নিয়ে এসে সরকার শিক্ষকদের বেতনের প্রধান অংশটা দেবেন। তার জন্য যে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেটি মন্ত্রী-এমপিদের পছন্দ হয়নি। বিধায় তাদের অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তালিকা সংশোধনের দায়িত্ব দেন তার শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টাকে। তিনি তালিকা পর্যালোচনা (রিভিউ) করে একটি নতুন তালিকা দিয়েছেন।

এ তালিকায় আগের তালিকার মধ্য থেকে ১০০টি বাদ দেয়া হয়েছে। নতুন তালিকায় স্থান পেয়েছে আরও ৩ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রায় ৭ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল। তার মধ্য থেকে ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠান বেছে নিয়ে একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এ তালিকা প্রণয়নে কিছু নিয়ম অনুসরণ করা হয়। তার মধ্যে একটি ছিল জনসংখ্যা ভিত্তিক। এ নিয়মটি প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা নিজেই অবদান রেখেছিলেন। তাকে যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত তালিকা রিভিউ করতে দেয়া হয়, তখন তিনি নিজের প্রণীত এ নীতিটি বাতিল করে দেন। তার নতুন একটি নীতি হলো এমপিদের খুশি করার জন্য নির্বাচনী এলাকাকে ভিত্তি করা। কোন নীতির ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হলো তার শিক্ষা উপদেষ্টা বলেননি অথবা বলার ক্ষমতাও তার ছিল না। অন্যদিকে, সম্প্রসারিত তালিকায় ৩ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থান পাওয়ার মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার বদলে 'নির্বাচনী এলাকা'কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তি করার সুপারিশ করে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এবং দেশে শিক্ষা দানের মানকেও ক্ষতিগ্রস্ত করলেন। তিনি একজন সাবেক ভাইস চ্যান্সেলরও বটে।

৭ হাজার দরখাস্তকারীর মধ্য থেকে এক থেকে দেড় হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেছে নেয়াটা কখনোই বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠবে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে কঠোরভাবে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে যে নীতিমালা অনুসরণ করে এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল, সে নীতিমালা সম্পর্কে কারও কোন দ্বিমতের খবর পাওয়া যায়নি। তারপরও রিভিউ করা হয়েছে জনসংখ্যার নীতিটি বাদ দিয়ে। এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়নের আগে শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলে দিয়েছিলেন এ জন্য কাউকে যেন টাকা পয়সা দেয়া না হয়। অতীতে দেখা গেছে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা থাকুক না থাকুক টাকা-পয়সার হাত বদল এবং তদবিরের ভিত্তিতে এমপিওভুক্তি হয়েছে। এর সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর কর্মকর্তাও জড়িত থাকতেন। এবারও টাকা-পয়সার হাত বদল হয়েছে বলে সন্দেহ না করার কোন কারণ নেই। এদেশে অনেক অযোগ্য শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয় বড় ধরনের টাকার বিনিময়ে এবং তাদের আশ্বাস দেয়া হয় যে তাদের চাকরি এমপিওভুক্ত হবে। অর্থাৎ সরকারের কাছ থেকে তারা মাইনের বড় অংশটা পাবেন। এ রীতি বিলুপ্ত হয়েছে, তার কোন লক্ষণ নেই।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ নিজেই শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, এমপিওভুক্তির নীতিমালার অন্যতম একটি শর্ত তুলে দিয়ে দ্বিতীয় তালিকা করা হয়েছে মন্ত্রী-এমপিদের 'ডিও' লেটারের ভিত্তিতে। ডিও কথাটার অর্থ হলো ডেমি-অফিসিয়াল। শিক্ষা উপদেষ্টাকে লেখা আধা-সরকারি চিঠির ভিত্তিতে যদি এমপিওভুক্ত করা হয় তবে এমপিওভুক্তির জন্য কঠোর নিয়ম-নীতি প্রণয়নের কি প্রয়োজন ছিল। একবার যদি মন্ত্রী-এমপিদের তদবির করা চিঠিকে প্রধান্য দেয়া হয় তবে ভবিষ্যতে প্রশাসনের প্রত্যেক কাজেই নীতিবহির্ভূতভাবে মন্ত্রী-এমপিদের অযাচিত হস্তক্ষেপ বেড়ে যাবে এবং তাতে প্রশাসনের মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়া বিচিত্র নয়।